কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

টিউশন ফির লাগাম টেনে ধরার প্রস্তাব, কমিটি গঠন

শরীফুল আলম সুমন ▷

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়িয়ে দেয়। একেক বিশ্ববিদ্যালয় একেক রকম ফি আদায় করে। একজন শিক্ষার্থীর বিবিএ কোর্স সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে চার লাখ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়।

এত দিন শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ফির অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছেন। সম্প্রতি ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনের সময় ফির বিষয়টিও আলোচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওই সব প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছামাফিক ফি আদায় বন্ধ ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে।

গত মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ১২তম সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি সরকার অনুমোদিত হতে হবে বলে প্রস্তাব দেন সদস্যরা। বোর্ড অব ট্রাস্টিজে সরকারের তিনজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। তবে এসবের জন্য আইন সংশোধনের প্রয়োজন। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল কুদ্দুসকে আহ্বায়ক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) মো. হেলাল উদ্দিনকে সদস্যসচিব করে ওই কমিটি করা হয়েছে। সদস্যরা হলেন ঢাকা-১৩ আসনের সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও ইউজিসির সাবেক সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী।

মো. আব্দুল কুদ্দুস এমপি বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে এখনো কাজ শুরু করিনি। আমি দু-এক দিনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাব। সবার সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ শুরু করব। তাই আগেভাগে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

> শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ১২তম সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি সরকার অনুমোদিত হতে হবে বলে প্রস্তাব দেন সদস্যরা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. আফসারুল আমীন ১২তম বৈঠকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম নিয়ে সরকারের নতুন করে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে তারাই বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সদস্য হয়েছেন। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি ও শৃঙ্খলা কমিটি গঠন; শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নির্ধারণ; ট্রেজারার, ভিসি, প্রো-ভিসি, শিক্ষক নিয়োগ; চাকরিবিধি ও বেতন কাঠামো পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বিওটি। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আইনে কিছু সংশোধন প্রয়োজন।

সভায় প্রস্তাব করা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৫-এর ১৫ ধারা সংশোধন করে বিওটিতে সরকারের তিনজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৪১ ধারার ৪ উপদফা সংশোধন করে শিক্ষার্থী ফি এবং ৫ উপদফা সংশোধন করে বিভিন্ন খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় সরকার অনুমোদিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও আইন সংশোধন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইনের একটি খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেটি মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপন করা হয়। পরে আরো কিছু সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়। খসড়াটির পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সংশোধনী পাস হলে ইউজিসির ক্ষমতা বাড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিচালনায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সহসভাপতি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর পুরো ব্যয় বহন করতে হয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যদের। সরকার তিনজন সদস্যকে মনোনীত করলে তাঁদেরও এ ব্যয়ের ভার বহন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'টিউশন ফি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে আমাদের আপত্তি নেই। তবে বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি সেমিস্টারেই ফি আপডেট করতে হবে।'